গবেষণা সিরিজ-২৬

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

কুরআনের তাফসীর করা

বা

তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোস্কপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৬.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎস	৭
৩.	যে ফর্মুলা অনুযায়ী তথ্যসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে	১৫
৪.	মূল বিষয়	১৭
৫.	কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের নীতি মালাসমূহের শিরোনাম	১৮
৬.	আরবী ভাষার জ্ঞান	১৯
৭.	হাদীসের জ্ঞান	২৩
৮.	সমুন্নত বিবেক	২৪
৯.	হিকমতের অধিকারী হওয়া	২৫
১০.	আয়াতের পরস্পরবিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা না হওয়া	৩৯
১১.	ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের তাফসীর সাধারণ বিবেক তথা বাস্তবতার বিরুদ্ধ না হওয়া	৪০
১২.	একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশা পাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো	৪২
১৩.	কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন	৪২
১৪.	ইসলামের সকল মূল তথ্য বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় কুরআন থেকে নির্ভুলভাবে জানতে পারার উপযোগি তথ্য কুরআনে আছে বিষয়টি মনে রাখা	৪২
১৫.	আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না যা থেকে অসৎ লোক তৈরী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়	৪৪
১৬.	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না	৪৪
১৭.	পরকালের বিচার বে-ইনসাফী হয় কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমনটি হবে না	৪৫
১৮.	কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে সকলকালের মুসলিম বা মানুষের শিক্ষা আছে তথ্যটি মনে রাখা	৪৫
১৯.	সমগ্র কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক জ্ঞান থাকা	৪৬
২০.	যে কাজের পথপ্রদর্শনের জন্যে কুরআন নাযিল হয়েছিল সে কাজে মনেপ্রানে সরাসরিভাবে জড়িত থাকা	৪৬
২১.	কুরআনের আয়াত নির্ভুল কিন্তু তরজমা বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে তথ্যটি মনে রাখা	৪৭
২২.	যোগ্য পূর্ববর্তীদের করা তাফসীরের তুলনায় যোগ্য পরবর্তীদের করা তাফসীর অধিক নির্ভুল হবে বিষয়টি মনে রাখা	৪৭
২৩.	আলকুরআনের আয়াত নাছেখ ও মানছুখ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা	৪৮
২৪.	সম্পাদনা পরিষদ থাকা	৪৯
২৫.	ইসলামের সকল বা অন্তত মৌলিক আমলগুলো নিজে যথাযথভাবে পালন করা	৪৯
২৬.	কুরআনের একটি শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা হলে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যাটি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জানা থাকা	৫০
২৭.	নির্দিষ্ট সময় পর পর সংস্করন বের করা	৫০
২৮.	শেষ কথা	৫১

www.pathagar.com

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভ্যাসটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে

www.pathagar.com

কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

www.pathagar.com

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

www.pathagar.com

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১০.০১.২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

www.pathagar.com

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا-

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْل বলা হয়েছে। এই عَقْل শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

www.pathagar.com

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

www.pathagar.com

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি নিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

www.pathagar.com

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য

www.pathagar.com

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

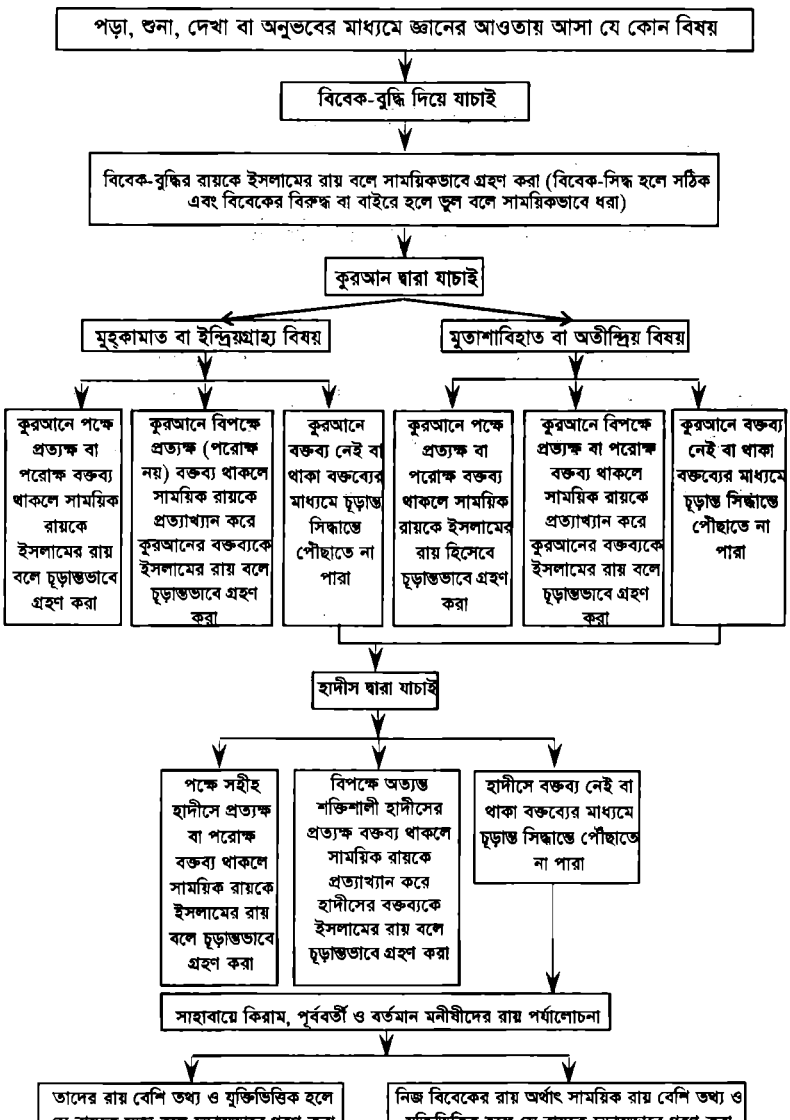

www.pathagar.com

মূল বিষয়

আল-কুরআন হল মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্যসম্বলিত পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। এ গ্রন্থখানি একটি মূল গ্রন্থ (Text Book)। তাই, পৃথিবীর সকল মূল গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থখানিতেও উল্লিখিত অনেক বিষয়, নীতিমালা বা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাই, কুরআন থেকে মানব জীবনের সকল দিক বিস্তারিতভাবে জানতে হলে আল-কুরআনে উল্লিখিত অনেক তথ্যের, ব্যাখ্যার (তাফসীর) দরকার হয়।

আবার আল-কুরআনে উল্লেখিত অনেক শব্দের একাধিক অর্থ হয়। কোন আয়াতে ঐ ধরনের শব্দ থাকলে তার সঠিক অর্থটি না নিতে পারলে আয়াতখানির ভুল অর্থ প্রকাশ পাবে। আর সঠিক অর্থটি না করতে পারার কারণ ব্যক্তির জ্ঞানের দুর্বলতা যেমন হতে পারে তেমনি তা হতে পারে মানব সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা।

তাই আল-কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার জন্যে যিনি তা করবেন তার কিছু বিশেষ জ্ঞান ও গুণ থাকা দরকার। যার ঐ জ্ঞান ও গুণ নাই তার করা অর্থ বা ব্যাখ্যায় অবশ্যই ভুল থাকবে। অন্যদিকে যারা কুরআনের অন্যের করা অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়েন তাদের যদি ঐ বিষয়গুলো জানা থাকে তবে তারা অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকলে তা সহজে ধরতে পারবেন। ফলে তারা ভুল শিক্ষা গ্রহণের ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবেন। মনে রাখতে হবে কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার তরজমা বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে। বর্তমানে আল-কুরআনের যে সকল তরজমা বা তাফসীর বাজারে আছে তার অনেকগুলোর মধ্যে এমন ত্রুটি উপস্থিত আছে যা থেকে সহজে বুঝা যায় যে, তরজমা বা তাফসীর করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা গুণসমূহের যথাযথ ব্যবহার হয়নি। ফলে আল-কুরআনের অনেক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে না পেরে মানব সভ্যতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তাই মানব সভ্যতাকে আল-কুরআনের অসতর্ক অর্থ বা ব্যাখ্যার মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যে বর্তমান প্রচেষ্টা। আর এ প্রচেষ্টার কারণে একজন ব্যক্তিও যদি কুরআনের একটি বিষয়ের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করতে বা বুঝতে সফল হয় তবে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব।

আল-কুরআনের সঠিক তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রধান নীতিমালাসমূহের শিরনাম

আল-কুরআনের সঠিক তাফসীর করার এবং অন্যের করা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার প্রধান নীতিমালাসমূহের শিরনাম হলো-

১. আরবী ভাষার জ্ঞান
২. হাদীসের জ্ঞান
৩. বিবেককে সমুন্নত রাখা
৪. হিকমত সম্পন্ন হওয়া
৫. আয়াতের পরস্পর বিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা না হওয়া
৬. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের তাফসীর মানুষের সাধারণ বিবেক তথা বাস্তবতার বিরুদ্ধ না হওয়া
৭. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো
৮. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৯. ইসলামের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় নির্ভুল বা নিশ্চিতভাবে জানতে পারার প্রয়োজনীয় তথ্য কুরআনে আছে বিষয়টি মনে রাখা
১০. আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না যা থেকে অসৎ লোক তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়
১১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না
১২. পরকালের বিচার বে-ইনসাফী বলে প্রতীয়মান হয় কুরআনের কোন আয়াতের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা হবে না
১৩. আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে সকল কালের মুসলিম বা মানুষের শিক্ষা আছে তথ্যটি মনে রাখা
১৪. সমগ্র কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক জ্ঞান থাকা

www.pathagar.com

১৫. যে কাজে পথ প্রদর্শনের জন্যে কুরআন নাযিল হয়েছিল সে কাজে মনেপ্রাণে সরাসরিভাবে জড়িত থাকা

১৬. কুরআনের আয়াত নির্ভুল কিন্তু তরজমা বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে তথ্যটি মনে রাখা

১৭. যোগ্য পূর্ববর্তীদের করা তাফসীরের তুলনায় যোগ্য পরবর্তীদের করা তাফসীর অধিকতর নির্ভুল হবে বিষয়টি মনে রাখা

১৮. আল-কুরআনের আয়াত নাছেখ (রহিতকারী) ও মানছুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা

১৯. সম্পাদনা পরিষদ থাকা

২০. ইসলামের সকল বা অন্তত মৌলিক আমলগুলো নিজে যথাযথভাবে পালন করা

২১. কুরআনের একটি শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা হলে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যাটি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ জানা থাকা

২২. নির্দিষ্ট সময় পরপর সংস্করণ বের করা

এবার চলুন শিরনামের প্রতিটি বিষয় একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেয়া যাক-

১. আরবী ভাষার জ্ঞান

আল-কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার জন্যে আরবী ভাষার কী পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো প্রথমে জানা দরকার-

ক. সাহাবায়েকিরাম আল-কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভাল বুঝেছিলেন। সাহাবীগণের মাতৃভাষা আরবী হলেও হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত অন্য সকলে ছিলেন নিরক্ষর। আর নিরক্ষর সাহাবীদের অধিকাংশই কুরআনের অনেক অংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝে ছিলেন অন্য একজন সাহাবীর নিকট থেকে। রাসূল স. এর নিকট থেকে সরাসরিভাবে নয়। এ তথ্যটির সত্যতার বড় প্রমাণ হল সাহাবীর সংজ্ঞা। সাহাবী তাদের বলা হয় যারা জীবনে অন্তত একবার রাসূল স. কে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা প্রায় ১,১০,০০০ (এক লক্ষ দশ হাজার)। এই বিপুল সংখ্যক সাহাবীর প্রত্যেকে আল-কুরআনের সকল

www.pathagar.com

অংশের অর্থ বা ব্যাখ্যা সরাসরিভাবে রাসূল স. এর নিকট থেকে শিখেছিলেন এটি একটি অবাস্তব কথা।

খ. আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনের ৪টি স্থানে, মানুষকে ইসলাম পালনের উপযোগী করে গঠন করার লক্ষ্যে রাসূল স. যে কাজগুলো করতেন, তা ক্রমিক নাম্বার অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন। তার একটি জায়গার বক্তব্য হল নিম্নরূপ-

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের তাঁর আয়াত (কুরআন) পড়ে শুনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব (কুরআন) এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান। অথচ এর আগে তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

(জুম'আ/৬২:২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের ন্যায় একই ধরনের মূল বক্তব্য এসেছে সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ এবং আলে-ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে। আয়াতসমূহের মূল বক্তব্যে রাসূল স. মু'মিনদের গঠন করার জন্যে যে কাজগুলো করতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল-

১. কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানো,
২. পরিশুদ্ধ করা,
৩. কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং
৪. জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।

সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে ইব্রাহীম ও ইসমাইল আ. এর দোয়া হিসেবে। অন্য সবগুলো স্থানে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে মহান আল্লাহর সরাসরি বক্তব্য হিসেবে। আল্লাহর সরাসরি বক্তব্যের স্থানসমূহে, বিষয়গুলো উপস্থাপনের ক্রমটি উপরে উল্লিখিত হয়েছে। ইব্রাহীম ও ইসমাইল আ. এর দোয়ার স্থানে বিষয়গুলো উপস্থাপনের ক্রম হলো-

১. কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানো,
২. কুরআন শিক্ষা দেয়া,

www.pathagar.com

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং

৪. পরিশুদ্ধ করা।

আল-কুরআনের বক্তব্য থেকে তাহলে এটি স্পষ্ট যে, রাসূল স. মানুষ গঠনের সময় কুরআনের জ্ঞান দেয়ার জন্যে যে দুটি কাজ করতেন তা হল- ক. কুরআন পড়ে শুনানো এবং খ. কুরআন শিক্ষা দেয়া। এখানে বিশেষভাবে বুঝার বিষয় হল, রাসূল স. কুরআন শিক্ষা দিতেন কথাটি বললেইতো কুরআনের জ্ঞান দেয়ার বিষয়টি একটি কথার মাধ্যমে বলা হয়ে যেত। তাহলে মহান আল্লাহ কেন রাসূল স. এর কুরআনের জ্ঞান দেয়ার উপায় বলতে যেয়ে প্রথমে কুরআন পড়ে শুনানো এবং পরে কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথাটি বলেছেন? এর কারণ হল, কুরআন শুনার পর নিরক্ষর সাহাবীরা কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য বুঝে ফেলতেন। আর যে অল্পকিছু জায়গায় তারা বুঝতে পারতেন না সেটি রাসূল স. ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।

এখন প্রশ্ন হলো রাসূল স. কিভাবে কুরআন ব্যাখ্যা করে নিরক্ষর সাহাবীদের বুঝাতেন। তিনি কি আরবীভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন, না অন্য কোনভাবে তা করতেন? যদি রাসূল (সা.) আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন তবে তা হাদীস শাস্ত্রে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। কিন্তু রাসূল (সা.) আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সাহাবীদের কুরআন শিখিয়েছেন এমন একটি হাদীসও নেই। অন্যদিকে রাসূল (সা.) যে চারটি কাজের মাধ্যমে মানুষ গঠন করতেন বলে কুরআন উল্লেখ করেছে তার একটি হল সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এখান থেকে বুঝা যায় রাসূল (সা.) সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা বা উদাহরণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামদের কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন। যেমন- সূরা যুমারের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন জ্ঞানী আর মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য কী পরিমাণ তা রাসূল (সা.) ঐ আয়াতের ভাষাগত দিক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন এমন কোন হাদীস নেই। হাদীসে পাওয়া যায় ঐ বিষয়টি তিনি বুঝিয়েছেন অপূর্ব একটি উদাহরণের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ঐ পার্থক্য হল- আমি রাসূল ও তোমরা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্যের সমান। অর্থাৎ সে পার্থক্য অপরিসীম।

www.pathagar.com

গ. মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য মানুষকে বুঝানোর জন্যে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য তথ্য, উদাহরণ (আমছাল) ও কাহিনী (কেছ্ছা) আকারে উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনের বেশিরভাগ আয়াত হল এই উদাহরণ ও কাহিনীর আয়াত।

ঘ. কুরআনকে সহজ আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে বা কুরআন বুঝা সহজ তথ্যটি মহান আল্লাহ কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

ঙ. সূরা আল-আন আমের ১৬৫ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জন্মগতভাবে কেউ কোন সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পেয়ে থাকলে পরকালের বিচারের সময় তা হিসাবে আনা হবে। আর ন্যায় বিচারের স্বার্থে তা আনাই দরকার। অর্থাৎ যে জন্মগতভাবে কোন সুযোগ-সুবিধা কম পেয়েছে, তাকে জন্মগতভাবে ঐ সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়া ব্যক্তির তুলনায়, কমের পরিমাণ অনুযায়ী ছাড় দেয়া হবে। যারা আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেছে তারা, মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে, কুরআন বুঝার ব্যাপারে জন্মগতভাবে অনেক সুবিধা পেয়েছে। আর অনারবরা জন্মগতভাবে ঐ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই কুরআন বুঝার জন্যে আরবী ভাষার বিশেষ জ্ঞান লাগলে, অনারবদের পরকালে বিচারের সময় অনেক ছাড় দিতে হবে। এখান থেকেও বুঝা যায় কুরআন বুঝার জন্যে আরবীভাষার গভীর জ্ঞান লাগার কথা নয়।

উপরের তথ্যগুলো সামনে রাখলে সহজে বুঝা যায়, কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা বা বুঝার ব্যাপারে আরবী ভাষার জ্ঞান এবং অন্যান্য জ্ঞান ও গুণের সম্পর্ক হবে নিম্নরূপ-

ক. আরবী ভাষার কোন জ্ঞান না থাকলে আল-কুরআনের তরজমা (অর্থ) বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) করা সম্ভব নয়।

খ. আরবী ভাষার বিশেষ জ্ঞান থাকলেও অন্য জ্ঞান ও গুণগুলো না থাকলে, অনেক আয়াতের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হবে।

গ. অন্য জ্ঞান ও গুণগুলো থাকলে, আরবী ভাষা জানা না থাকলেও অন্য ভাষায় করা অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে কুরআনের ভাল জ্ঞান অর্জন

www.pathagar.com

করা এবং ঐ অর্থ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকলে তা সনাক্ত করাও সম্ভব।

ঘ. আরবী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান এবং অন্য জ্ঞান ও গুণগুলো থাকলে আল-কুরআনের সঠিক তরজমা বা তাফসীর করা কিংবা অন্যের তরজমা বা তাফসীরে ত্রুটি সনাক্ত করা খুবই সম্ভব।

ঙ. যার আরবী ভাষার বিশেষ জ্ঞান এবং অন্য জ্ঞান ও গুণগুলো আছে তিনি আল-কুরআনের সবচেয়ে নির্ভুল অর্থ ও তাফসীর করতে পারবেন।

২. হাদীসের জ্ঞান

রাসূল (সা.) কুরআনকে ব্যাখ্যা করে সাহাবায়ে কিরামদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার জন্যে সুন্নাহর জ্ঞান অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। কুরআনের অনেক বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশেষ করে তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সুন্নাহর মাধ্যম ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। সুন্নাহ হল রাসূল (সা.) এর কথা কাজ বা সমর্থনের হুবহু তথা নির্ভুল রূপ। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের অডিও (AUDIO) এবং তাঁর কাজের ভিডিও (VIDEO) রূপ হবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ। রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের অডিও ও ভিডিও রূপ বর্তমানে মানব সভ্যতার নিকট উপস্থিত নেই। তবে ভবিষ্যতে মহাকাশ থেকে তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে প্রতিয়মান হয়। বর্তমানে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ জানার একমাত্র উপায় হল 'হাদীস'। তাই কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করা বা বুঝার জন্যে অবশ্যই হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে। তবে হাদীসের বক্তব্য রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে হাদীস সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো মনে রাখতে হবে-

ক. সকল সুন্নাহই হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ তথা রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন নয়।

খ. হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত অধিকাংশ হাদীস হলো রাসূল (সা.) এর কথা কাজ বা সমর্থনের ভাব বর্ণনা। আর তা প্রকৃতভাবে লিপিবদ্ধ বা সংকলিত হয়েছে তিন বা চার স্তরের ৫-৭ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে, রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ২৫০-৩০০ বৎসর পর।

www.pathagar.com

গ. হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় বর্ণনা ধারার (সনদ) ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে, বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। অর্থাৎ 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না। তাই সহীহ হাদীসের বক্তব্যকে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে যাচাইয়ের দরকার আছে। সে যাচাইয়ের পদ্ধতি কী হতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে 'হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

৩. বিবেককে সমুন্নত রাখা

ইসলাম জানার আল্লাহ প্রদত্ত তিন নং উৎস বা মাধ্যম হল মানুষের বিবেক। বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আল-কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় এই বিবেককে সমুন্নত রাখতে হবে। কুরআন বা সুন্নাহর যে সকল শব্দ বা বাক্যের একের অধিক অর্থ হয় সেখানে কোন অর্থটি গ্রহণযোগ্য হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম জানা বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধিকে যারা যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর কথা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন-

১. সূরা ইউনুসের ১০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না, তাদের উপর অকল্যাণ চেপে বসে। এ অকল্যাণের প্রধানতম কারণটি হল, ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সময় অন্য উৎসের সাথে বিবেক-বুদ্ধিকেও যথাযথভাবে ব্যবহার না করার কারণে ভুল জ্ঞান অর্জিত হওয়া।
২. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের নিকৃষ্টতম পশু বলা হয়েছে।
৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে- যারা ইসলাম জানা-বুঝার জন্যে কুরআন ও হাদীসের সাথে বিবেক-বুদ্ধিও যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি তাদের দোযখে যেয়ে আক্ষেপ করতে হবে।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের যে সকল শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ হয় সেখানে সঠিক অর্থটি বাছাই করার জন্যে, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'ইসলামী জীবন বিধানে বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' এবং, ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বই দু'টিতে।

৪.হিকমত সম্পন্ন হওয়া

'হিকমত' শব্দটি আল-কুরআনে আল্লাহ অনেকবার উল্লেখ করেছেন। সূরা বাকারার ২৬৯ নং আয়াতে এই হিকমত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَّمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ.

অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দেন। আর যাকে হিকমত দেয়া হয় তাকে মহাকল্যাণকর একটি বিষয় দেয়া হয়। উলুল আলবাব ব্যতীত অন্য কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না।

ব্যাখ্যা: আল-কুরআনের যে সকল স্থানে আল্লাহর ইচ্ছা কথাটি এসেছে সেখানে ঐ ইচ্ছা কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির ঐ ব্যাখ্যা তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য হবে- মানুষ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী হিকমত অর্জন করে। যে ব্যক্তি হিকমত অর্জন করতে পারল সে মহাকল্যাণকর একটি জিনিস অর্জন করল। উলুল-আলবাব ব্যতীত (কুরআন থেকে) কেউ শিক্ষা অর্জন করতে পারে না।

পূর্বেই আমরা দেখেছি রাসূল (সা.) মু'মিনদের গঠন করতে যেয়ে যে চারটি কাজ করতেন বলে সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১, আলে-ইমরানের ১৬৪ এবং জুমা'আর ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি হল 'হিকমতের' শিক্ষা দেয়া।

তাই এই 'হিকমত' শব্দটি বলতে কুরআনে কী বুঝানো হয়েছে, কেন এটিকে আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রাসূল (সা.) কী উপায়ে

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরামদের হিকমত অর্জনের শিক্ষা দিতেন, তা সকল মুসলমানের বিশেষভাবে জানা দরকার।

'হিকমত' (حكمة) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল- প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদি। প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা যেকোন কাজ করে সফল হওয়ার জন্যে দরকার তা আমরা সকলেই জানি। এই প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা বিশেষভাবে দরকার কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার জন্যে। কারণ, যে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারল সে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সফল হওয়ার প্রয়োজনীয় সব বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে পারল। আর যে সঠিকভাবে জানতে পারবে, সে সঠিকভাবে মানতে পারবে এবং অপরকে সঠিকভাবে তা জানাতেও পারবে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেছেন, যে হিকমত লাভ করল সে মহা কল্যাণকর একটি বিষয় লাভ করল। আর এ জন্যেই রাসূল (সা.) সাহাবায়েকিরামদের হিকমতের শিক্ষা দিতেন বলে কুরআন স্পষ্ট করে ৩টি সূরার ৪টি স্থানে উল্লেখ করেছে।

মহান আল্লাহ মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন তাঁর তৈরি করা প্রাকৃতিক আইনের অধীনে। মহাবিশ্বে যত জিনিস বা বিষয় আছে তার সবকিছুর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক আইন আছে। কিন্তু যেহেতু তা একই সত্তার তৈরি করা তাই তাতে অনেক মিল আছে। তাই, একটির প্রাকৃতিক আইন জানা থাকলে অন্যটির প্রাকৃতিক আইন বুঝা সহজ হয়। মহাবিশ্বে আছে মানুষ, পশু-পক্ষী, নদী-নালা, গাছ-পালা, মহাকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। মহাবিশ্বে আরো আছে ঐ সকল জিনিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে মহান আল্লাহর তৈরি বিভিন্ন বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, প্রাকৃতিক আইন বা প্রোগ্রাম। ঐ বিধি-বিধানগুলো উপস্থিত আছে কুরআন-সুন্নাহে এবং ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদিতে। ঐ সকল বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন যেহেতু একই সত্তার তথা মহান আল্লাহর তৈরি, তাই তার মধ্যে প্রচুর মিল আছে। এ তথ্যটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নের বক্তব্যসমূহের মাধ্যমে-

www.pathagar.com

তথ্য-ক

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلاً.

অর্থঃ পূর্বে যারা গত হয়ে গিয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর নীতি। তুমি আল্লাহর নীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন (ব্যতিক্রম) পাবে না।

(আহযাব/৩৩ : ৬২)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতের আগের দুটি আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মদীনার মুনাফিকদের এক ধরনের অপরাধের শাস্তির নীতিমালা জানিয়ে দিয়েছেন। শাস্তির ঐ নীতিমালা জানানোর পর এ আয়াতখানিতে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন, পূর্বে যে সকল মানুষ চলে গেছে তাদের জন্যেও ঐ ধরনের অপরাধের একই শাস্তি ছিল। অর্থাৎ তাঁর শাস্তির এই নীতিমালা স্থায়ী। এ তথ্যটি আরো দৃঢ় করার জন্যে আল্লাহ আয়াতের শেষে আবার বলেছেন, মানুষ আল্লাহর নীতিতে কোন পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম পাবে না। অর্থাৎ তাঁর নীতি স্থায়ী।

তাহলে এ আয়াতেকারীমার মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাঁর শাস্তি দেয়ার মৌলিক নীতি সকল যুগের মানুষের জন্যে একই। এ তথ্যটির ব্যাপকতা বাড়ালে বলা যায়- শাস্তি, পুরস্কারসহ সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা সকল যুগের মানুষের জন্যে একই। তথ্যটির ব্যাপকতা আরো বাড়ালে বলা যায়- মানুষসহ সকল সৃষ্টির পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালা একই বা সকল সৃষ্টির পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালার মধ্যে অনেক মিল আছে।

তথ্য-খ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ অতএব হে নবী! নিজকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের (ইসলামের) উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটা আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন (ব্যতিক্রম) নেই। এটা শাশ্বত

www.pathagar.com

দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি জানে না।

(রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা: দ্বীন শব্দটির একটি অর্থ হল বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন বা আইন-কানুন। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে রাসুল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে বলেছেন নিজেদেরকে দ্বীন তথা ইসলামের বিধি-বিধানের উপর একনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে। তারপর আল্লাহ বলেছেন ঐ দীন হল তাঁর প্রকৃতি। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের বিধি-বিধান হল তাঁর প্রকৃতির বিধি-বিধান। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতির (Nature) সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধি-বিধান। অতঃপর তিনি বলেছেন মানুষকে তাঁর প্রকৃতির উপর তথা তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে আয়াতখানিতে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন ইসলামের বিধি-বিধান তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং পরে বলেছেন মানুষকেও তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে সমীকরণের (Equation) নিয়ম অনুযায়ী এ বক্তব্য থেকে সহজেই বুঝা যায় ইসলামের বিধি-বিধান এবং মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন ইসলাম জানা, বুঝা ও মানার উপযোগী। আর এটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এটি না হলে মানুষের জন্যে ইসলাম জানা, বুঝা ও পালন করা অসম্ভব হত। আর এ তথ্যটির পক্ষে দৃঢ় সমর্থনও পাওয়া যায় আল্লাহর এ বক্তব্য থেকে-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থ: আল্লাহ কোন প্রাণীর উপর তার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না।

(বাকারা/২ : ২৮৬)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ মানুষের জন্যে ইসলাম জানা ও মানা বাধ্যতামূলক করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তিনি শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা কারো উপর চাপান না। এ আয়াতের আলোকে তাহলে সহজেই বলা যায় যে, আল্লাহ যেহেতু ইসলাম জানা ও মানা সকল মানুষের জন্যে

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক করেছেন সেহেতু ইসলামের বিধি-বিধানগুলো তিনি এমন করেছেন যাতে মানুষ তা সহজে জানতে, বুঝতে ও মানতে পারে।

আমাদের অলোচ্য মূল আয়াতে (রুম : ৩০) আল্লাহ আরো বলেছেন তাঁর সৃষ্টিতে তথা সৃষ্টিজগতে ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। এ কথার ব্যাখ্যা এটি হবে না যে তাঁর কোন সৃষ্টির, সৃষ্টিগত আকার-আকৃতিতে কোন ধরনের ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নাই বা করা যাবে না। কারণ তা হলে মানুষের চুল, মচ, বগলের লোম, গোপন অঙ্গের পশম, নখ ইত্যাদি কাটা যেত না, দাড়ি ছোট করা যেত না বা অন্য সৃষ্টির সৃষ্টিগত আকৃতির কোন পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ হত। আবার এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এটিও হবে না যে বিভিন্ন সৃষ্টির আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন বা জীবন পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম নেই। কারণ বাস্তবে বিভিন্ন সৃষ্টির ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ছোট বা বড় নানা ধরনের ব্যতিক্রম আছে। তাই, এ বক্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে বিভিন্ন সৃষ্টির আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন বা পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে ছোট বড় অনেক ব্যতিক্রম থাকলেও সকল সৃষ্টির জীবন পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন-

১. সকল জীবিত সৃষ্টির শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভিতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
২. সকল সৃষ্টিকে 'ইলহামের' মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা আছে।
৩. সকল সৃষ্টির মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে।
৪. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হল কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন।
৫. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই।
৭. সকল সৃষ্টির বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
৮. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্যে খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে।

www.pathagar.com

৯. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবন-যাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।

তাহলে আয়াতে কারীমার এ পর্যন্তকার ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান এবং আল্লাহর তৈরি সকল সৃষ্টির জীবন পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক বিধি-বিধানের মধ্যে তথা মৌলিক প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে অনেক মিল আছে। তাই বিভিন্ন সৃষ্টি আল্লাহর তৈরি যে প্রাকৃতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী চলছে, সে বিধি-বিধানের জ্ঞান যার যত বেশি থাকবে তার পক্ষে কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করা ততো সহজ হবে। একথাটি আল্লাহ অন্য আয়াতের মাধ্যমে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ.

অর্থ: আর উলুল আলবাব ব্যতীত আর কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। (আলে-ইমরান/৩ : ৭, বাকারা/২ : ২৬৯)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন উলুল আলবাব ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না বা করতে পারে না। যে ব্যক্তি কোনকিছু হতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে না সে ঐ বিষয়ের শিক্ষা অপরকে দিতেও পারবে না। তাই উলুল-আলবাব কারা এটি সঠিকভাবে জানা এ আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝা এবং পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কী কী গুণ থাকলে একজন ব্যক্তি উলুল-আলবাব বলে গণ্য হবে তা আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আলে-ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াতে নিম্নোক্তভাবে-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ.الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ.

অর্থ: নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে উলিল-আলবাবদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত

www.pathagar.com

অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সংগঠন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। (আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে উলিল-আলবাবদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য তথা সৃষ্টির প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে উলিল-আলবাবদের জন্যে নিদর্শন বা শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এরপর আল্লাহ কী কী গুণ থাকলে একজন ব্যক্তি উলিল-আলবাব বলে গণ্য হবে তা উল্লেখ করেছেন। প্রথম গুণটি হল দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলা। অন্যদিকে একজন মানুষ তার ২৪ ঘন্টার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দাঁড়ানো, বসা বা শয়ন এ তিনটির কোন একটি অবস্থায় থাকে। তাহলে আল্লাহ আয়াতখানিতে উলিল-আলবাবদের প্রথম গুণ বলেছেন ২৪ ঘন্টা আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলা। অর্থাৎ একনিষ্ঠ মু'মিন বা মুত্তাকী হওয়া। আর উলিল-আলবাবদের ২য় গুণ হিসেবে আয়াতখানিতে বলা হয়েছে, মহাবিশ্বের (আকাশ ও পৃথিবী) সৃষ্টি-সংগঠন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। মহাবিশ্বের সৃষ্টি-সংগঠন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার অর্থ হল মহাবিশ্বে যে সকল জিনিস আছে তাদের সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য, বিধি-বিধান বা প্রাকৃতিক আইন নিয়ে চিন্ত া গবেষনা করা। এ চিন্তা-গবেষণা সকল মানুষ সাধারণভাবে করতে পারলেও যাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে তারা বেশি গভীরভাবে তা করতে পারে।

তাহলে এ আয়াতের আলোকে সহজেই বলা যায় যে, আল-কুরআন অনুযায়ী মুত্তাকী বিজ্ঞানীগণ প্রকৃতভাবে উলিল বা উলুল আলবাব বলে গণ্য হবে। অতএব আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন উলিল আলবাবগণ ব্যতীত কেউ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, এ কথার ব্যাখ্যা হবে ঈমানদার বিজ্ঞানীগণ ব্যতীত কেউই কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আর কথাটি উদার করে বললে দাঁড়াবে- ঈমানদার বিজ্ঞানীরাই কুরআন থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এর কারণ হল কুরআন ও সুন্নাহে উল্লিখিত ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানের সাথে সকল সৃষ্টির

www.pathagar.com

পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক বিধি-বিধানের অনেক মিল আছে। তাই যে ব্যক্তির আল্লাহর সৃষ্টিতে বিরাজমান বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের যতো বেশি জ্ঞান থাকবে, সে ততো সহজে ও সঠিকভাবে কুরআন তথা ইসলামের বিধি-বিধান বুঝতে পারবে।

সূরা বাকারার ২৬৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জেনেছি, যে ব্যক্তি হিকমতের অধিকারী হয় সে অত্যন্ত বড় ধরনের কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আর এই কল্যাণের সবচেয়ে বড়টি হলো কুরআন সহজে বুঝতে পারা। অন্যদিকে উপরের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইন জানে তারা কুরআন ও সুন্নাহে উপস্থিত থাকা বিধি-বিধান সহজে বুঝতে পারে। তাহলে হিকমত ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রাকৃতিক বিধি-বিধান পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন যে যত বেশি জানবে সে ততো বেশি হিকমত বা বিচক্ষণতার অধিকারী হবে। ফলে সে কুরআন-সুন্নাহ ততো বেশি সহজে বুঝতে পারবে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত থাকা প্রাকৃতিক আইন জানা যায় ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, সাধারন বিজ্ঞান, অংক, এলজেবরা, জ্যামিতি, ভূতত্ত্ববিদ্যা, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। সুতরাং এই সকল বিষয়ের জ্ঞান যার যতো বেশি থাকবে সে ততো বেশি হিকমতের অধিকারী হবে। ফলস্বরুপ সে ততো বেশি কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে পারবে। আর এ সকল বিষয়ের মধ্যে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান যাদের থাকবে তারা অধিক সহজে কুরআন সুন্নাহর (অধিকাংশ) বিধি-বিধান বা বক্তব্য বুঝতে পারবে। কারণ ডাক্তারী বিদ্যা সরাসরিভাবে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন, শারীরিক ও মানসিক চাহিদা, শারীরিক ও মানসিক রোগ তথা ক্ষতিকারক বিষয় নির্ণয় ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি, শারীরিক ও মানসিক কল্যাণকর বিষয় ও তার নির্ণয় পদ্ধতি ইত্যাদি ধারণ করে। আবার কুরআন সুন্নাহও মানুষের ঐ সকল বিষয়ের অনেক মৌলিক তথ্য ধারণ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তারী বিদ্যার তত্ত্ব ও তথ্য জানা থাকলে কুরআনের তত্ত্ব ও তথ্য বুঝা সহজ হয়। আর এজন্যেই কুরআনে নাযিল হওয়া প্রথম পাঁচখানি আয়াতের দ্বিতীয়খানি হচ্ছে ডাক্তারী বিদ্যা বিষয়ক। যথা خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- যিনি আলাক থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। প্রথম আয়াতখানিতে اقْرَأْ بِسْمِ

www.pathagar.com

رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ বলা যায় আল-কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হল ডাক্তারী বিদ্যা বিষয়ক আয়াত। আরো লক্ষণীয় হল, যে পাঁচখানি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস কুরআন নাযিল হয়নি সে পাঁচখানি আয়াতের ৪ খানিতে জ্ঞান অর্জনের সাথে সম্পর্কিত কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, পড় এবং তোমার রব মহাসম্মানিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এমন বিষয় মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে আগে জানত না। পড় কথাটি বলার পর আল্লাহ কুরআনের পাঁচখানি আয়াত পড়তে বলেছেন। অর্থাৎ এই পাঁচখানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ প্রধানত কুরআনের জ্ঞান অর্জনের কথা ও উপায় বলেছেন। কিন্তু ২য় আয়াতখানি ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞানসম্পর্কিত। আল্লাহ এ রকম কেন করলেন? কুরআন বুঝতে ডাক্তারী বিদ্যার জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক, এ তথ্যটিই কি আল্লাহর এই কর্মপদ্ধতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হবে না? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ ব্যাখ্যাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

রাসূল (সা.) মু'মিনদের গঠনের জন্যে 'হিকমত' অর্জনের শিক্ষা দিতেন বলে কুরআন ৪টি স্থানে উল্লেখ করেছে। আর ঐ হিকমত অর্জনের শিক্ষা দেয়ার সময় তিনি যে আল্লাহর সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়ের প্রাকৃতিক জ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা দিতেন বা প্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বলতেন তা বুঝা যায় ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমানদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, অংক, যুদ্ধবিদ্যা, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ভূগোল, মহাকাশ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এ রূপ সকল দিকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ থাকার বাস্তব অবস্থাটির মাধ্যমে।

এ পর্যায়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einestein এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা দরকার মনে করছি। Albert Einestein বলেছেন, 'Science without religion is lame and religion without Science is blind' অর্থাৎ 'ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান খোঁড়া। আর বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ'। Einestein এখানে প্রথমে বলেছেন ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান খোঁড়া। কোন জিনিস খোঁড়া হলে তা দ্বারা ঐ

www.pathagar.com

জিনিসের পুরো কল্যাণ পাওয়া যায় না। তাই Einestein তাঁর এ বক্তব্যে বলেছেন বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের শিক্ষা যুক্ত না হলে বিজ্ঞানের পুরো কল্যাণ মানব সভ্যতা পাবে না। এরপর Einestein বলেছেন বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ। এ কথার মাধ্যমে Einestein বুঝিয়েছেন যে ধর্মের সাথে তথা ধর্মীয় ব্যক্তির সাথে বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই সে ধর্ম বুঝা ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে অন্ধের মত আচরণ করবে। অর্থাৎ সে ধর্মের বিধি-বিধান সঠিকভাবে বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারবে না।

সুধী পাঠক, এবার চলুন কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে জানা যাক আল্লাহর সৃষ্টির প্রাকৃতিক আইন জানা না থাকা বা থাকা, কুরআন-সুন্নাহ বুঝা কিভাবে কঠিন বা সহজ করে।

তথ্য-ক

কুরআনের যে সকল আয়াতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সে আয়াতগুলো, ঐ বিজ্ঞানের জ্ঞান যার নেই তার পক্ষে বুঝা বা ব্যাখ্যা করা কঠিন বা অসম্ভব। অর্থাৎ বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিরা কুরআনের ঐ সকল আয়াত বুঝার জন্যে বেশি হিকমতের অধিকারী।

তথ্য-খ

ডাক্তারী বিদ্যায় রোগ নির্ণয় (Diagnosis) বা রোগ নির্ণয়ের জন্যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Test) করা হয় অর্থাৎ রোগের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা দুই ধরনের - সাময়িক (Provisional বা Screening) পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত (confirmatory) পদ্ধতি। পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, সাময়িক পদ্ধতিতে যে উপাত্ত (Methodology বা Reagent) ব্যবহার করা হয় তার গুণাগুণের সাথে মানুষের বিবেকের গুণাগুণের হুবহু মিল রয়েছে। আর চূড়ান্ত পদ্ধতিতে যে উপাত্ত ব্যবহার করা হয় তার গুণাগুণের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু মিল আছে। তাই কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক সম্বন্ধে কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল তথ্য আছে তা পর্যালোচনা করে বিবেক ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সাময়িক (Provisional বা

www.pathagar.com

screening) মাধ্যম বা উৎস, আর কুরআন ও সুন্নাহ চূড়ান্ত মাধ্যম বা উৎস এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বুঝা একজন ডাক্তারের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। অন্য বিজ্ঞানীদের জন্যে অপেক্ষাকৃত কঠিন। আর যাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই তাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন। অর্থাৎ যারা ডাক্তার বা অন্য ধরনের বিজ্ঞানী তারা কুরআন-সুন্নাহর এ বিষয়টি বুঝার জন্যে বেশি হিকমতের অধিকারী।

তথ্য-গ

ভিডিও (VIDEO) ক্যামেরার মাধ্যমে মানুষের কর্মের ছবি উঠিয়ে পরবর্তীতে তা রিপ্লে (Replay) করে আবার দেখানো যায়- এ তথ্যটি জানে না এমন মানুষ বর্তমান বিশ্বে না থাকার কথা। কিন্তু মানব সভ্যতার এ জ্ঞানের অভাবের কারণে পূর্বের মনীষীগণ সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে করা ঐ ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যাকে তারা 'পরকালে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে না' এ তথ্যটির পক্ষে একটি বড় প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন। এ ভুল তথ্যটি মুসলিম জাতির ব্যাপক ক্ষতি করেছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে যদি সংশোধন করা না হয়।

'রাফউশ শাদাইদ লি শারহিল আকাইদ' গ্রন্থটি মাদ্রাসার একটি পাঠ্য বই। গ্রন্থটির মূল লেখক ইমাম নাসাফী যাঁর জন্ম ৪৬১ এবং মৃত্যু ৪৯৩ হিজরী সনে ইরাকের নাসাফ শহরে। মাওলানা মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যক্ষ মীর মকবুল আহমদ সম্পাদিত আরবী-বাংলা বইটির ১২৭ পৃষ্ঠায়, মু'মিন কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও তাকে চিরকাল দোযখে থাকতে হবে না বরং কিছুকাল দোযখে থাকার পর অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে- এ কথাটির পক্ষে কুরআনের প্রমাণ হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম হল- একজন মু'মিন তার কৃত কবীরা গুনাহ তওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ (নেকী) করলে পরকালে মানুষকে তা দেখানো হবে এবং কেউ বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ

www.pathagar.com

(গুনাহ) করলেও তাকে তা দেখানো হবে। অর্থাৎ বিন্দু পরিমাণ নেকী করলেও মানুষ তার পুরস্কার দেখতে পাবে এবং বিন্দু পরিমাণ গুনাহ করলেও মানুষ তার শাস্তি দেখতে পাবে। অন্যদিকে উম্মতের এটি ইজমা যে, কাউকে বেহেশত থেকে বের করে এনে দোযখে দেয়া হবে না। ঈমান একটি সৎকাজ। তাই যার ঈমান আছে তার আমলনামায় যদি কবীরা গুনাহ থাকে তবে ঐ গুনাহের জন্যে সে দোযখে চিরকাল থাকবে না। কারণ কুরআন অনুযায়ী তাকে ঈমানের পুরস্কার দেখাতে বেহেশতে নিতে হবে।

ইমাম নাসাফী কুরআনের উল্লিখিত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যা থেকে পরকালে বেহেশত ও দোযখ পাওয়ার নীতিমালা বের করার ব্যাপারে যে মারাত্মক ভুল করেছেন তা তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। তাঁর সময়কার মানব সভ্যতার বিজ্ঞানের দুর্বলতার কারণে তিনি ঐ ভুল করেছেন। তাঁর সময়কালে কোন কাজ ভিডিও রেকর্ড করে পরে আবার তা রিপ্লে করে দেখানো যায়, এ জ্ঞান মানব সভ্যতার ছিল না। তাই তিনি বিন্দুপরিমাণ সৎকাজ করলে তা মানুষকে দেখানো হবে- এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলেও মানুষকে দেখানো হবে- এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন ঐ দেখানোর অর্থ হল পুরস্কার বা শাস্তি দেখানো। কিন্তু বর্তমানে আমরা সহজেই বুঝতে পারি আল্লাহ ঐ আয়াতে বলেছেন, পরকালে বিচারের সময় মানুষকে তার দুনিয়ার সকল কাজের ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড রিপ্লে করে দেখানো হবে। যাতে ব্যক্তির মনে, ঐ অন্যায় কাজ সে দুনিয়ায় করেছিল কিনা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ না থাকে।

ইমাম নাসাফীর কুরআনের আয়াত বুঝতে ভুল করার কারণ ছিল তাঁর তথা সভ্যতার বিজ্ঞানের বা জ্ঞানের দুর্বলতা। বর্তমান কালে যাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের জ্ঞানের অভাব আছে তাদের পক্ষেও কুরআন-সুন্নাহর অনেক বিধি-বিধান বুঝা কঠিন। আর যাদের ঐ সব জ্ঞান আছে তাদের পক্ষে তা বুঝা সহজ অর্থাৎ তারা কুরআন-সুন্নাহর ঐ সব বিধি-বিধান বুঝার ব্যাপারে বেশি হিকমতের অধিকারী।

www.pathagar.com

তথ্য-ঘ

কুরআন ও সুন্নাহে অনেক বক্তব্য আছে যা থেকে জানা যায় কুরআনে উল্লিখিত একটি মৌলিক তথা কবীরা গুনাহ নিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তবে তার জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির ডাক্তারী বিদ্যার বা অন্য বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে তার পক্ষে এ তথ্যটা সত্য বা যৌক্তিক বলে গ্রহণ করা যত সহজ অন্যদের পক্ষে তা মোটেই নয়। কারণ একজন শল্য চিকিৎসক প্রতিনিয়তই দেখে যে, সে যে অপারেশন করে তাতে একটিও মৌলিক ভুল থাকলে অপারেশনটি আংশিক নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয় বা রোগীটি মারা যায়। অর্থাৎ একজন শল্য চিকিৎসক (Surgeon) অপারেশন রূপ কাজটি পরিমাপের আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক বিধান এবং জীবন পরিচালনা রূপ কাজটি মাপার কুরআন-সুন্নাহে উল্লিখিত বিধানের মধ্যে মিল দেখে সহজেই ঐ বিধানটি বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ এ বিষয়টি বুঝার জন্যে শল্য চিকিৎসক বা অন্য বিজ্ঞানীরা অন্য লোকদের চেয়ে বেশি হিকমতের (প্রজ্ঞার) অধিকারী।

তথ্য-ঙ

মদ হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে আল্লাহ সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে বলেছেন, মদের অকল্যাণ কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ মদ অনেক রোগের কারণ এবং ২/১টি রোগের চিকিৎসা। একজন ডাক্তার সবচেয়ে ভাল জানে মদ খেলে কী কী রোগ হয় এবং মদ কী রোগের ঔষধ। তাই একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী মদসম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারবে।

তথ্য-চ

সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- নামাজের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর দেয়া কল্যাণকে পরিপূর্ণ করে দিতে চান। মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন নামাজের আগে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার (পাক) করার আদেশ দেয়ার পেছনে মানুষকে কষ্টে ফেলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবন রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুন্দর বা কল্যাণময় হওয়ার ব্যাপারে তাঁর জানা থাকা জ্ঞান মানুষকে জানিয়ে দেয়া।

www.pathagar.com

আর এর মাধ্যমে মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণময় করে দেয়া। শরীর, পোষাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে, যে সকল রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায় তা একজন ডাক্তার অন্য সকলের চেয়ে ভাল বুঝে। তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার ব্যাপারে একজন ডাক্তার অন্যদের তুলনায় বেশি হিকমত তথা বিচক্ষণতার অধিকারী।

তথ্য-ছ

আল-কুরআনের সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-লোহার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং নানাবিধ কল্যাণ। পূর্বে লোহার প্রচণ্ড শক্তি বলতে তরবারী, বন্দুক বা রাইফেলের শক্তি এবং লোহার নানাবিধ কল্যাণ বলতে দৈনন্দিন কাজে লোহার নানাবিধ ব্যবহারকেই বুঝাতো। কিন্তু বর্তমানে বুঝা যাচ্ছে এই প্রচণ্ড শক্তির মধ্যে আছে পরমাণু শক্তি এবং নানাবিধ কল্যাণের মধ্যে আছে রক্তের অক্সিজেন বাহক হেমোগ্লোবিনের প্রধান উপাদান লোহা হওয়ার বিষয়টি। পরবর্তিতে হয়তো লোহার আরো বেশি শক্তি থাকা এবং লোহার আরো বড় কল্যাণের বিষয় আবিষ্কৃত হতে পারে। তাই এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা একজন পরমাণু বিজ্ঞানী ও ডাক্তার যত সহজে বুঝতে পারবে অন্য কেউ তা পারবে না। অর্থাৎ এ আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝার জন্যে পরমাণু বিজ্ঞানী ও ডাক্তাররা বেশি হিকমতের (প্রজ্ঞা বা তত্ত্ব জ্ঞান) অধিকারী।

তথ্য-জ

অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণদান বা গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল তথ্য আছে তা বুঝতে পারা বা তার আলোকে ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি-বিধান বের করতে একজন অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার বা বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন পড়া ব্যক্তি যতটা সহজে সক্ষম হবে অন্যরা তা পারবে না। অর্থাৎ কুরআন বা সুন্নাহর ঐ সকল বিষয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিরা বেশি হিকমত বা প্রজ্ঞার অধিকারী।

❑❑ নিজে ডাক্তার হওয়াতে কুরআন সুন্নাহ বুঝার ব্যাপারে ডাক্তারদের স্তর অন্যদের তুলনায় ভাল অবস্থানে থাকার তথ্যটি লিখতে ভীষণভাবে সংকোচবোধ করছি। কারণ যেকোন ব্যক্তি মনে করতে পারেন লেখক নিজে ডাক্তার, তাই ইচ্ছা করে তিনি ডাক্তারী বিদ্যাকে সামনে এনেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু কুরআন ও বাস্তবতা যে তথ্যের পক্ষে সে তথ্য গোপন করা কুরআনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বড় গুনাহ। তাই সংকোচ বোধ হলেও তথ্যটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি এ জবাবদিহিতার পর শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ আমাকে ভুল বুঝবেন না।

৫.আয়াতের পরস্পর বিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা না হওয়া

সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

অর্থ: (এ কুরআন) যদি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকোন সত্তার নিকট থেকে আসত তবে এতে অনেক পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যেত।

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যেহেতু কুরআন তাঁর কাছ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য তাঁরই বক্তব্য সেহেতু এতে একটিও পরস্পর-বিরোধী তথ্য নেই। আর এর কারণ হল পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য দেয়া সত্তার যে দোষ-ত্রুটি থাকে আল্লাহ সে দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত। সে দোষ-ত্রুটিগুলো হলো-

ক. দুষ্ট সত্তা

এ ধরনের সত্তা মানুষের ক্ষতি করার জন্যে মিথ্যা বা ভুল বক্তব্য দেয়। আর যেহেতু তা ভুল তাই তা পরস্পর-বিরোধী হয়। আল্লাহ এ দোষ থেকে মুক্ত।

খ. জ্ঞানের স্বল্পতা

জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী হয়ে যায়। কারণ, বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী যে বক্তব্য দেয়া হয় সময়ের ব্যবধানে জ্ঞান বাড়ার কারণে ঐ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়। ফলে একই বিষয়ে বিরোধী বক্তব্য দিতে হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ এ ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কারণ, মহান আল্লাহর মহাবিশ্বের সকল কিছুর নিখুঁৎ জ্ঞান আছে এবং ঐ সকল বিষয়ে তাঁর তিন কালের জ্ঞান আছে।

গ. ভুলে যাওয়া

ভুলে যাওয়ার কারণে আজ যে বক্তব্য দেয়া হল কিছুকাল পরে দেয়া বক্তব্য তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে। মহান আল্লাহ এ ত্রুটি থেকেও মুক্ত।

আল-কুরআনের আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় এ তথ্যটি মনে রাখা বিশেষভাবে দরকার। একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় সকল সময় মনে রাখতে হবে তা যেন অন্য আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার বিরোধী না হয়। আর এ জন্যে অর্থ বা ব্যাখ্যাকারীদের পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকতে হবে। যদি কোন আয়াতের সরল অর্থ অন্য কোন আয়াতের বিরোধী হয়ে যাচ্ছে দেখা যায় তবে আয়াত দুটিতে ব্যবহার হওয়া শব্দের অন্য যে সকল অর্থ হয় তা ব্যবহার করে সম্পূরক অর্থ বের করতে হবে। আর সঠিক পথে চেষ্টা করতে থাকলে সকল আয়াতের সম্পূরক অর্থ অবশ্যই পাওয়া বা করা যাবে।

৬. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের তাফসীর মানুষের সাধারণ বিবেক তথা বাস্তবতার বিরুদ্ধ না হওয়া

সূরা আলে ইমরানে মহান আল্লাহ বলেছেন-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ ق وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তোমার নিকট এই কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন। এই কিতাবে আছে মুহকামাত আয়াত। ঐগুলোই হচ্ছে কুরআনের মা। বাকি আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যাদের মনে দোষ

www.pathagar.com

(বক্রতা) আছে, তারাই শুধু মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে লেগে থাকে– ফিতনা ছড়ানো এবং প্রকৃত অর্থ বের করার উদ্দেশ্যে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।
(আল-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মহান আল্লাহ প্রথমে কুরআনের সকল আয়াতকে মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং মুহকামাত আয়াতকে কুরআনের মা তথা আসল আয়াত বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, যাদের মনে দোষ আছে তারাই শুধু ফিতনা তথা ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে ইসলামের ক্ষতি করার জন্যে, মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করার জন্যে চিন্তা-গবেষণায় লেগে থাকে।

সবশেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ মানুষের বুঝের তথা বিবেক-বুদ্ধির বাইরে।

মুহকামাত আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতগুলো যেখানে মানুষের ইন্দ্রিগ্রাহ্য বিষয় তথা যে বিষয়গুলো মানুষ দেখে, স্পর্শ, আস্বাদ বা অনুভব করে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত মুহকামাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল মুহকামাত আয়াত প্রায় পাঁচশত। বাকি মুহকামাত আয়াতগুলো হচ্ছে মূল মুহকামাত আয়াতের বক্তব্যগুলো বুঝানোর জন্যে বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে, সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল-কুরআনে কাহিনী (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনী ও উদাহরণের আয়াতের সংখ্যাই কুরআনে বেশি।

এ আয়াতের তথ্য থেকে তাই সহজে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের মানুষের বিবেকের বিরুদ্ধ কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বিবেক-সিদ্ধ কোন অর্থ বা ব্যাখ্যা কোনভাবেই বের করা না যায় তবে আপাত বুঝা যাওয়া অর্থটি উল্লেখ করতে হবে এবং ঐ বিষয়ে গবেষণা চালু রাখতে হবে। মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতি হলে ঐ আয়াতের বিবেক-সিদ্ধ ব্যাখ্যা করা অবশ্যই সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

আর অতীন্দ্রিয় আয়াতের স্বাভাবিক যে অর্থ হয় সেটিই উল্লেখ করতে হবে। এর কোন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাবে না।

৭. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো

মহান আল্লাহ অনেক স্থানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটি দিক এক আয়াতে এবং অন্য দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করেছেন। তাই কুরআন থেকে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। তা না হলে সিদ্ধান্তে ভুল হয়ে যেতে পারে। পর্যালোচনার সময় পরোক্ষ বা অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যার সম্পূরক হতে হবে।

৮. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীস হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যা আগের, পরের বা অন্য আয়াতে আছে। এ জন্যেই কুরআন থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হয়। এ কথাটি আল্লাহ সূরা ইউসুফের ১১১ এবং ইউনুসের ৩৭ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সকল মনীষীও এ ব্যাপারে একমত। তাই কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্তে পৌছানো গেলে সে বিষয়ে হাদীস না দেখলেও চলতে পারে। কারণ হাদীসের সম্পূরক বক্তব্য পাওয়া যাবে এবং কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন বক্তব্য রাসূল (সা.) এর হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হাদীসের সম্পূরক বক্তব্য জানতে পারলে মনের প্রশান্তি বাড়ে।

৯. ইসলামের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয় নির্ভুল বা নিশ্চিতভাবে জানতে পারার প্রয়োজনীয় তথ্য কুরআনে আছে বিষয়টি মনে রাখা

তথ্য-ক

কুরআনের অনেক স্থানে কুরআনকে স্পষ্ট কিতাব (كِتَابٌ مُّبِيْن) বলা হয়েছে। সূরা নূরের ১নং আয়াতে বলা হয়েছে- এতে (এ সূরায়) আমি

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট বক্তব্যসমূহ নাযিল করেছি (وَأَنْزَلْنَا فِيْهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)। আবার সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে কুরআনকে বলা হয়েছে মানব জাতির জীবন-যাপনের পথনির্দেশ এবং সুস্পষ্ট উপদেশ ধারণকারী কিতাব (هُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى)।

তথ্য-খ

সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিষয় উল্লেখ আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইসলামের ২য় স্তরের মৌলিক বিষয়ের (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) অধিকাংশই কুরআনে উল্লেখ নেই। আর ইসলামের অমৌলিক বিষয়ের মাত্র ২/১ টি কুরআনে উল্লেখ আছে। তাই আল-কুরআনে ইসলামের সকল বিষয় উল্লেখ আছে, মহান আল্লাহর একথার প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে, ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় তথা মূল বিষয় কুরআনে উল্লেখিত আছে।

তথ্য-গ

কুরআন ও হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হওয়ার অবস্থা হল- কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লেখা ও মুখস্থ করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। অন্যদিকে হাদীস প্রকৃতভাবে গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে রাসূল (সা.) এর এন্তেকালের ২৫০ থেকে ৩০০ বছর পরে। এই দীর্ঘ সময় হাদীস প্রধানত মানুষের স্মরণশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে ও মুখে মুখে প্রচার লাভ করেছে। কুরআন ও হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হওয়ার ব্যবস্থার মধ্যেকার এ পার্থক্য প্রমাণ করে যে, আল্লাহ চেয়েছেন কুরআনে উল্লিখিত বিষয়গুলো যেন সময়ের আবর্তে কোনরকম পরিবর্তন হয়ে যেতে না পারে। কারণ তাতে মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে।

এ সকল তথ্য ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বা মূল বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে এবং ঐ সকল বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। অর্থাৎ সেগুলো সম্বন্ধে মানুষের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় থাকবে না।

www.pathagar.com

আর এখান থেকে অন্য যে বিষয়টি বের হয়ে আসে তা হল, যে বিষয়টি কুরআনে কোনভাবেই উল্লেখ নেই কিন্তু হাদীস গ্রন্থে আছে এবং তা কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরোধী নয়, সেটি ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নয়। তা হবে ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বা অমৌলিক বিষয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

১০. আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না যা থেকে অসৎ লোক তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়

ইসলামের সামগ্রিক প্রচেষ্টা হল সৎ মানুষ তৈরি করা এবং অসৎ মানুষ তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করা। তাই কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা থেকে যদি এমন কোন তথ্য বের হয় যা দ্বারা অসৎ লোক তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় বলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তবে ঐ আয়াতে ব্যবহার হওয়া শব্দের অন্য কী কী অর্থ হয় তা দেখতে হবে। যে অর্থটি নিলে অসৎ মানুষ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি না হয়ে বন্ধ হবে সে অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে। আর যদি সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী তা সম্ভব না হয় তবে এ প্রচেষ্টা চালু রাখতে হবে। মানব সভ্যতার জ্ঞান উন্নত হলে অবশ্যই ঐ আয়াতের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে যা দ্বারা অসৎ লোক তৈরির সুযোগ বন্ধ হবে।

১১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, আল-কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা এমন হবে না

মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল- আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে। কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা থেকে এমন তথ্য বের হয়ে আসবে না যা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যদি কোন আয়াতের আপাত অর্থ ঐ ধরনের হয় তবে ৯ নং ধারার ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

১২. পরকালের বিচার বে-ইনসাফী বলে প্রতীয়মান হয় কুরআনের কোন আয়াতের এমন অর্থ বা ব্যাখ্যা হবে না

পরকালে মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে কৃত কাজের হিসাব বা পরিমাপ করে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন। এ কথা মহান আল্লাহ কুরআনের অনেক জায়গায় (সূরা হুদের ০৭ নং, সূরা মূলকের ২ নং আয়াত ইত্যাদি) বলেছেন। অন্যদিকে কুরআনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক। তাই কুরআনের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা অবশ্যই এমন হবে না যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর বিচার ইনসাফ ভিত্তিক হবে না (নাউজু বিল্লাহ)। কোন আয়াতের আপাত অর্থ বা ব্যাখ্যা ঐ ধরনের হলে ৯ নং ধারার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে হবে। সাধারণত 'তাকদীর' এবং 'আল্লাহর ইচ্ছা' ধারণকারী আয়াত থেকে এ ধরনের আপাত অর্থ হয়। কিন্তু মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী ঐ দুটি শব্দ ধারণকারী আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করা সহজ হয়ে গিয়েছে। বিষয়দুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' এবং 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বই দু'টিতে।

১৩. আল-কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত থেকে সকল কালের মুসলিম বা মানুষের শিক্ষা আছে তথ্যটি মনে রাখা

আল-কুরআনে উপস্থিত সকল আয়াত থেকে সকল কালের মুসলিমদের শিক্ষা আছে। কারণ তা না থাকলে যে আয়াতগুলোয় শিক্ষা নেই, সেগুলো লেখা ও পড়ার জন্যে যে বিপুল পরিমাণ কাগজ, কালি ও সময় ব্যয় হচ্ছে সেটি অবশ্যই অপচয় হবে। অথচ সূরা বনী ইসরাইলের ২৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, যেকোন জিনিসের অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর সকল আয়াতে সকল কালের মানুষের জন্যে শিক্ষা থাকার তথ্যটি সরাসরি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা ইউসুফের ১১১ নং এবং বাকারার ৬৫-৬৬নং আয়াতের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

১৪. সমগ্র কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক জ্ঞান থাকা

তরজমা বা তাফসীরকারকের অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা থাকতে হবে। এটি না থাকলে তাফসীরকারক বুঝতে পারবেন না একটি আয়াতের তার কৃত তরজমা বা তাফসীর অন্য কোন আয়াত বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে কিনা। ঐ ধরনের তাফসীরকারকের তাফসীর ঐ ব্যক্তির লেখা হাতির রচনার মত হবে, যে পুরো হাতি না দেখে হাতির কোন অংগের রচনা লিখেছে।

১৫. যে কাজে পথ প্রদর্শনের জন্যে কুরআন নাযিল হয়েছিল সে কাজে মনে প্রাণে সরাসরিভাবে জড়িত থাকা

পুরো কুরআন লিখিত অবস্থায় একবারে রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল হয়নি। সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার কঠিন দায়িত্ব রাসূল (সা.) কে দেয়া হয়েছিল। আর সে দায়িত্ব পালনে পদে পদে রাসূল (সা.) কে পথপ্রদর্শনের জন্যে কুরআন ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে নাযিল হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি কুরআনের তরজমা বা তাফসীর লিখবেন তাকে অবশ্যই ঐ কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অর্থাৎ তার, ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার বা যেখানে ইসলাম বিজয়ী আছে সেখানে ইসলামকে বিজয়ী রাখার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অন্যথায় কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক অর্থ বা মর্ম তার বুঝা ও ব্যাখ্যা করা কোনমতেই সম্ভব হবে না। এটি আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মের একটি বিধান। ঐ বিধানটি হল ব্যবহারিক বিষয়ের নির্ভুল ও উন্নততর অর্থ বা ব্যাখ্যা লিখতে হলে প্রথমে, তাত্ত্বিক (Theortical) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয়ভাবে বিষয়টির সকল দিকের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারপর নিজেকে ঐ ব্যবহারিক কাজে বাস্তবে নিয়োজিত রাখতে হবে। তাইতো দেখা যায়, পৃথিবীতে ব্যবহারিক বিষয়ের উন্নত তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা ধারণকারী গ্রন্থ যারা লিখেছেন তারা সবাই নিজেদেরকে ঐ ব্যবহারিক কাজে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে নিয়োজিত রেখেছেন। তাই কুরআনের ন্যায় একখানি ব্যবহারিক গ্রন্থের অর্থ ও উন্নত

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা যিনি লিখতে যাবেন তাঁকে অবশ্যই তত্ত্বগত ও বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে প্রথমে কুরআনকে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। তারপর ইসলামের বাস্তব কাজে নিজেকে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত রাখতে হবে। ঐ কাজের প্রধান একটি হল ইসলামকে সমাজে বিজয়ী করা বা বিজয়ী রাখার কাজ।

১৬. কুরআনের আয়াত নির্ভুল কিন্তু তরজমা বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে তথ্যটি মনে রাখা

আল-কুরআনের তরজমা বা তাফসীরকারককে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেক সময় অন্যদের করা তরজমা বা তাফসীরের সাহায্য নিতে হয়। আর যাদের আরবী ভাষার ভাল জ্ঞান নেই তাদেরতো অন্যদের করা তরজমা বা তাফসীর পড়েই কুরআনের তথা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই উভয় অবস্থায় মনে রাখতে হবে, কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তরজমা বা তাফসীরে ভুল থাকতে পারে। কারণ তরজমা বা তাফসীর করেছে একজন মানুষ। মানবীয় দুর্বলতার কারণে তার ভুল হতেই পারে। আরো মনে রাখতে হবে নির্ভুল মনে করে কারো কৃত তরজমা বা তাফসীর অন্ধভাবে মেনে নিলে শিরকের গুনাহ হবে। কারণ নির্ভুলতা শুধু আল্লাহর গুণ। রাসুল (সা.) বাদে অন্য কোন মানুষকে নির্ভুল মনে করার অর্থ হল ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর গুণের সাথে শরীক করা। আর নিজে আরবী ভাষা জানি না বলে অন্যের তরজমা বা তাফসীর চোখবন্ধ করে মেনে নেয়ার অর্থ হল, আল্লাহ সকলকে ইসলাম জানার যে উৎসটি (বিবেক) দিয়েছেন তাকে অস্বীকার করা। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় বিবেকবিরুদ্ধ অন্যের করা তরজমা বা তাফসীর বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়াতে একটি বড় নেয়ামত অস্বীকার করার গুনাহ তথা কুফরীর গুনাহ হবে।

১৭. যোগ্য পূর্ববর্তীদের করা তাফসীরের তুলনায় যোগ্য পরবর্তীদের করা তাফসীর অধিক কর নির্ভুল হবে বিষয়টি মনে রাখা

কুরআনের বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়বে কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্য ততো নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এ কারণে যোগ্য পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের করা তরজমা ও

www.pathagar.com

তাফসীরের তুলনায় যোগ্য পরবর্তীদের করা তাফসীর অধিক নির্ভুল হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে? (যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে বলেছেন যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় তারা কখনও কোন বিষয়ে সমান হতে পারে না। এই কোন বিষয়ের মধ্যে, কুরআনের তরজমা বা তাফসীরের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। তাই এ আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হবে, যে সভ্যতার জ্ঞান যতো বেশি সে সভ্যতার যোগ্য ব্যক্তিরা কিছু কিছু বিষয়ে অন্য সভ্যতার যোগ্য ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক নির্ভুলভাবে কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর এ তথ্যটিই রাসূল (সা.) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমার এ বক্তব্য, যারা উপস্থিত নাই তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। কারণ পরে আসা মানুষের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিতদের চেয়ে অধিক উপলব্ধি ও সংরক্ষণকারী হবে।' পুস্তিকার তথ্যের উৎসের বিবেক-বুদ্ধি বিভাগে এ হাদীসখানিসহ একই বক্তব্য সম্বলিত আরো হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ের একটি উদাহরণ হল সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ নং আয়াতের পূর্ববর্তী ও বর্তমান ব্যাখ্যা। যা পুস্তিকার ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. আল-কুরআনের আয়াত নাছেখ (রহিতকারী) ও মানছুখ (রহিত) হওয়া না হওয়ার বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা

আল-কুরআনের কিছু আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত (মানছুখ) হয়ে গেছে, কিছু আয়াতের নির্দেশ বা শিক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে বা কিছু আয়াত মহান আল্লাহ ভুলিয়ে দিয়েছেন-এধরনের কথা মুসলিম সমাজে চালু আছে। এ তথ্যের পক্ষে সাধারণত সূরা আল-বাকারার ১০৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়।

সাধারণজ্ঞানে বলা যায় এরকমটি হওয়ার কথা নয়। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই সূরা আল-হিজরের ৯নং আয়াতে বলেছেন, 'এটা নিশ্চিত যে, আমি এ কিতাব (আল-কুরআন) সংরক্ষণ করব'। আর সূরা বনী

www.pathagar.com

ইসরাইলের ২৭ নং আয়াতে বলেছেন, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই'। তাই কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হয়ে গেছে বা আল্লাহ ভুলিয়ে দিয়েছেন বললে 'আল্লাহ কুরআনকে হেফাযত করবেন' কথাটি ভুল প্রমাণিত হয়। আর 'কিছু আয়াতের আদেশ বা শিক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে' কথাটি সঠিক হলে, ঐ আয়াতগুলো লিখতে ও পড়তে যে কাগজ, কালি ও সময় ব্যয় হয় তা অপচয় হয়ে যায়। তাই এ কথাও সঠিক হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। তাই সূরা আল-বাকারার ১০৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ প্রকৃতভাবে কি বলেছেন এবং নাছেখ-মানছুখ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কি, এবিষয়টি নিয়ে পরবর্তিতে বিস্তারিতভাবে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

১৯. সম্পাদনা পরিষদ থাকা

আল-কুরআনে মহাবিশ্বে যত জিনিস আছে তার সবকিছু সম্বন্ধে কিছু না কিছু বক্তব্য আছে। তাই কুরআনের সকল আয়াতের সঠিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে হলে তাফসীরকারকের ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। একজন মানুষের সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা অসম্ভব। তাই আল-কুরআনের সকল আয়াতের সঠিক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে হলে একটি সম্পাদনা পরিষদ থাকতে হবে। যে পরিষদে সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ থাকবে। মূল তাফসীর কারকের যে বিষয়ে ভাল জ্ঞান নেই সে বিষয় সম্পর্কিত আয়াতের তাফসীর করার সময় সম্পাদনা পরিষদের ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে। এটি করলে তাফসীর অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হবে।

২০. ইসলামের সকল বা অন্তত মৌলিক আমলগুলো নিজে যথাযথভাবে পালন করা

আল্লাহ ও রাসূল (সা.) যে আমলগুলো পালন করতে এবং যেগুলো হতে দূরে থাকতে বলেছেন তার অন্তত মৌলিকগুলো তাফসীরকারক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। এটি করলে তাফসীরকারকের ঐ সকল আমল এবং তার বাস্তবায়নের পদ্ধতির ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে। ফলে তার পক্ষে আমলগুলো এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি অধিকতর নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

২১. কুরআনের একটি শব্দ বা আয়াতের একাধিক অর্থ বা ব্যাখ্যা হলে, সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যাটি নির্ণয়ের জন্যে নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা

১. আগের ও পরের আয়াতের অর্থ
২. অন্য আয়াতের অর্থ
৩. হাদীসের তথ্য
৪. শানে নুযুল
৫. বিবেকের রায়
৬. বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইন
৭. অসৎ মানুষ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া
৮. আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হওয়া
৯. আখেরাতের বিচার বে-ইনসাফী প্রতীয়মান না হওয়া।

২২. নির্দিষ্ট সময় পরপর সংস্করণ বের করা

মানব সভ্যতার জ্ঞান যত উন্নত হবে, কুরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা ততো ভাল করে বুঝা যাবে। তাই কয়েক বৎসর পরপর তাফসীরের সংস্করণ বের করতে হবে। মূল তাফসীরকারকের জীবদ্দশায়, সম্পাদনা পরিষদের সহায়তায় তিনি নিজেই এটি করবেন। আর মূল তাফসীরকারকের ইন্তেকালের পর নতুন তথ্য পাওয়া গেলে সম্পাদনা পরিষদ টীকা আকারে তা সংযোজন করবেন। মূল তাফসীরের বিপরীত কোন তথ্য সঠিকভাবে আবিস্কৃত হলে তা টীকার মাধ্যমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

শেষ কথা

সুধী পাঠক, কুরআনের নির্ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা করা এবং অন্যের কৃত তরজমা বা তাফসীর থেকে সঠিক শিক্ষা অর্জনের জন্যে যে জ্ঞান ও গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমার নিকট যেগুলো প্রধান মনে হয়েছে তা পুস্তিকায় উল্লেখ করেছি। আপনার যদি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা থাকে দয়া করে আমাকে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়া আপনার এবং সঠিক হলে শুধরিয়ে নেয়া আমার ঈমানী দায়িত্ব। আপনাদের সকলের নিকট দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন এবং কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

www.pathagar.com